জুলাই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ডিআইজি পুলিশ একাডেমি থেকে পালিয়ে গেছেন

সংগৃহীত ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে। তবে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির সারদা ক্যাম্পাস থেকে বরিশালের সাবেক পুলিশ সুপার এবং বর্তমান সাপ্লাই বিভাগের প্রধান ডিআইজি এহসানুল্লাহ রহস্যজনকভাবে পালিয়ে যান। বিষয়টি পুলিশ ও আইসিটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তদন্ত করছেন।

পুলিশ ও ট্রাইব্যুনালের সূত্র জানায়, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে সিআইডি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মশিউর রহমানকে দুপুরে আইসিটির প্রতিনিধি দল গ্রেপ্তার করেছে। একই সঙ্গে উত্তরা গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে সাবেক এডিসি সালাউদ্দিনকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিআইজি এহসানুল্লাহকে আটক করতে বুধবার সকালে একাডেমিতে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু কর্মরত নিরাপত্তাকর্মীরা আইসিটির প্রতিনিধিদের পরিচয় যাচাই বা যোগাযোগের সুযোগ না দেওয়ায় তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পুলিশ অভিযোগ করছে, একাডেমির কিছু কর্মকর্তাই তাকে পালানোর সুযোগ দিয়েছেন। একাধিকবার ফোন করেও প্রিন্সিপাল প্রতিক্রিয়া দেননি।

আইসিটির প্রতিনিধি দল জেলা পুলিশের সহায়তায় ভোর ৬টায় একাডেমিতে উপস্থিত হলেও ডিআইজি এহসানুল্লাহ পালিয়ে যাওয়ায় অভিযান ব্যর্থ হয়। এই ঘটনায় সারাদিন রাজশাহীতে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।